০১-০২-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই ঈশ্বরীয় পাঠশালা হল, 'গড ফাদারলী ওয়ার্ল্ড ইউনিভারসিটি' - এখানে মনুষ্য থেকে দেবতা, নর থেকে নারায়ণ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিষয়টার প্রতি যখন পাক্কা নিশ্চয়তা আসবে, একমাত্র তখনই তোমারা এই পাঠ মনে-প্রাণে গ্রহণে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার জন্য এই সময়ে তোমরা কি এমন চেষ্টা বা পুরুষার্থ করে থাকো ?

উত্তর :- ক্রিমিন্যাল কু-দৃষ্টিকে শ্রদ্ধার-দৃষ্টি আর তার সাথে সাথে মিষ্ট স্বভাব হওয়ার পুরুষার্থ। সত্যযুগে একের প্রতি অপরের সবারই দৃষ্টি থাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ। দৃষ্টি পরিবর্তনের জন্য সেখানে কোনও প্রয়াস করতেও হয় না। কিন্তু এখানে এখন সবারই পতিত শরীর,পতিত দুনিয়ায় তোমরা বাবার বাচ্চারা সবাই আত্মারূপী ভাই-ভাই - এই নিশ্চয়তা এনে দৃষ্টিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ করার পুরুষার্থ করছো।

প্রশ্ন :- ভক্তদের কোন কথায় "বাবা সর্বব্যাপী"- তা অসত্য প্রমাণিত হয় ?

উত্তর :- যখন ভক্তরা নিজেরাই বলে যে, বাবা আপনি যখন আসবেন - তখন আপনার প্রতি সম্পূর্ণ রূপে সমর্পিত হব ..... ওঁনাকে আহ্বাহন করাতেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তখন উনি এখানে অনুপস্থিত।

ওঁম্ শান্তি! ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের কাছে জানতে চাইছেন, আত্মারূপী বাচ্চারা তারা তাদের স্বধর্মে অর্থাৎ আত্মিক স্থিতিতেই কি বসে আছে ? বাচ্চারা একথা তো জানেই, অসীম বেহদের কেবল এই একজনই বাবা, যাকে সুপ্রীম রুহ বা পরম-আত্মা বলা হয়। পরমাত্মা তো বটেই, (অর্থাৎ যার অস্তিত্ব আছে) যেহেতু উনি পরম-পিতা। অর্থাৎ পরম-পিতার নামই পরমাত্মা। এই কথার অর্থ কেবল তোমরা বি.কে. বাচ্চারাই সঠিক ভাবে বুঝতে পার। ৫-হাজার বর্ষ পূর্বেও এই জ্ঞানের পাঠ তোমরা বি.কে.-রা সবাই তা শুনেছিলে। তোমরা এও জানো যে, আত্মা অতি ক্ষুদ্র, যার রূপ অতি সূক্ষ্ম। আমাদের এই চর্মচক্ষু দ্বারা যাকে অবলোকন করা যায় না। এমন কোনও মানুষই নেই যে আত্মাকে দেখেছে। তবে হ্যাঁ, আত্মা অবশ্যই দৃষ্টি-গোচর হয়- কিন্তু তা দিব্য-দৃষ্টি দ্বারা। আর তা ঘটে কেবলমাত্র ড্রামার চিত্রপট অনুসারেই। ভক্তি-মার্গেও এই চর্ম-চক্ষুতে আত্মার সাক্ষ্যাৎকার কারও হয় না। যে দিব্য-দৃষ্টি লাভ করে, সে চৈতন্য স্বরূপে তাকে দেখতে পারে। দিব্য-দৃষ্টি অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপে দেখা। জ্ঞানের দ্বারাই আত্মার সেই চক্ষু অর্থাৎ প্রকৃত চোখ উন্মীলিত হয়। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে এত করে বোঝাচ্ছেন, লোকেরা যে এত অনেক ভক্তি করে, তা কেবলমাত্র অন্ধ-ভক্তি। যেমন, মীরার যখন দর্শন প্রাপ্তি ঘটল, আনন্দে আত্মহারা হয়ে নৃত্য করতে লাগল। যদিও সেই সময়কালে বৈকুন্ঠ বা স্বর্গ-রাজ্য ছিল না দুনিয়ায়। মীরার এই ঘটনা বর্তমান সময় থেকে সবেমাত্র ৫০০ বা ৬০০ বছর আগের ঘটনা মাত্র। অতীতের ঘটনা-সমূহ দিব্য-দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করা যায়। হনুমান, গণেশ ইত্যাদি-দের চিত্রগুলির প্রতি খুব ভক্তি-ভাব এনে ভক্তি করতে করতে এমন ভাব এসে যায় যে, তাতে যেন ভক্ত নিজেই লয় হয়েই যায়। যদিও তাতে তাদের দিব্য-দর্শন হয়, কিন্তু এর দ্বারা কারও মুক্তি হয় না মোটেই। 'মুক্তি' আর 'জীবন-মুক্তি'-র দিশা সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার।

ভারতে ভক্তি-মার্গের অনেক অনেক মন্দির আছে। কোনও কোনও মন্দিরে আবার শিবলিঙ্গও রাখা হয়। কোনটা ছোট - কোনটা বড় আকারের বানানো হয় সেই শিবলিঙ্গ। কিন্তু তোমরা (বি.কে.-রা) এখন তা বুঝতে পারছো, তোমারা প্রকৃতিতে যেমন 'আত্মা', উনিও তেমনি 'পরম-আত্মা'। উভয়েরই আকার ও আকৃতি একই সমান। লোকেরা তো বলেই থাকে, আমরা নিজেরা সবাই ভাই-ভাই। অতএব আত্মারা সবাই ভাই-ভাই। সব আত্মাদেরই এক ও একমাত্র বাবা, যিনি অসীম বেহদের বাবা - তিনি পরমাত্মা। তাই দুনিয়ায় যত সব আত্মা আছে, তারা সবাই ভাই-ভাই, যদিও তারা তাদের যার যার নিজের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করে। এসব জ্ঞান-মার্গের কথায় অনেক কিছু বোঝার ব্যাপার আছে, যা একমাত্র এই বাবা তা ব্যাখ্যা করতে পারেন। উনি যাদেরকে বোঝান, তারাও আবার অন্যদেরকে তা বোঝাতে পারেন। সর্বপ্রথম এক ও একমাত্র নিরাকার পরমাত্মা বাবা তার বাচ্চাদের তা বোঝান। কিন্তু ওনার উদ্দেশ্যেই লোকেরা বলে থাকে, উনি সর্বব্যাপী, ইট-পাথর, নুড়ী-বালি, সর্বত্রই ওনার উপস্থিতি। একথা তো মোটেই ঠিক নয় - তাই না ? একদিকে তারা যেমন বলে "বাবা, তুমি ধরায় এলেই, আমরা কেবল তোমার প্রতিই সমর্পিত হয়ে থাকবো, তখন কিন্তু এমন কথা বলে না যে, বাবা তুমি সর্বব্যাপী। বলে থাকে যে, তুমি এলেই আমারা তোমার প্রতিই সমর্পিত হয়ে যাবো। এর অর্থ তো তবে এটাই দাঁড়াল যে, উনি (বাবা) এখানে উপস্থিত নন - তাই না ? আবার এমনও বলে, একমাত্র তুমিই আমার সব, আর কেউ নেই যে আমার। তবে তো অবশ্যই এমন বাবাকে স্মরণে রাখতেই হবে - তাই না ? বাবা স্বয়ং এখানে বসে ওনার বাচ্চাদেরকে তা বোঝাতে থাকেন। একেই বলা হয় 'ঈশ্বরীয়-জ্ঞান' বা 'আধ্যাত্মিক জ্ঞান'। এর অনেক কীর্তন-গাঁথা করেও তো লোকেরা গায়- আত্মারা বহুকাল পৃথক রয়েছে তাদের পরমপিতা পরমাত্মার আশ্রয়হীন হয়ে ..... যুক্তিসহ এই কথাগুলির অর্থও বুঝিয়ে বলতে হবে তাদেরকে। তোমরাই সেই আত্মারা, যারা বহুকাল ধরে তোমাদের পিতা পরমাত্মার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছো।

তোমরা বি.কে.-রা এখন বাবার কাছে এসেছো সেই রাজযোগের পাঠ শিখতে। আর সে নিমিত্তেই এই বাবা নিজেও হয়ে যায় তার বাচ্চাদের সেবাধারী। যেমন অতি নামী-দামী, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিরাও তাদের স্বাক্ষর করার সময় পত্রের নীচে লিখে থাকে, আপনার বিশ্বস্ত বা আস্থাভাজন .....। বাবা তো তার সব বাচ্চাদেরই সেবাধারী। বাবা স্বয়ং তা বাচ্চাদের জানান- "বাচ্চারা, তোমাদের সেবার নিমিত্তেই তো আমি। তোমরাও তো আমাকে সম্মান জানিয়ে কত আগ্রহভরে কাতর হয়ে ডাকতে থাকো - "ভগবান এসো, এসে আমাদের এই পতিত দশা থেকে পবিত্র বানাও।" পবিত্র দুনিয়ায় যেতে গেলে নিজেকেও যে পবিত্র হতেই হবে। যেহেতু সেখানকার সবকিছুই পবিত্র। এসব কথা অনুধাবন করা ও বোঝার বিষয়ও বটে। বাকী যা কিছু সেসব তো কেবলই শোনা কথা মাত্র। আর এই ঈশ্বরীয় পাঠশালা হলো- 'গড্ ফাদারলী ওয়ার্ল্ড ইউনিভারসিটি'। এখানে বাচ্চাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি থাকে ? - মনুষ্য থেকে দেবতা হবার। বাচ্চাদেরও নিশ্চয়তার সাথে সেই প্রত্যয় ও বিশ্বাস আছে, তাদেরকে তা হতেই হবে। আর যার মনে সে নিশ্চয়তা আসে না, সে অযথা এখানে এসে বসবেই বা কেন ? যেমন নিশ্চয়তা থাকলেই তো ব্যারিস্টার, সার্জন -এর পাঠ পড়ে তা হবার জন্য। আর যদি তেমন কোনও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যই না থাকে তো, তারা তখন আর আসবেই না এখানে। তোমরা বাচ্চারাও তেমনি জানো যে, তোমরা মনুষ্য থেকে দেবতা অর্থাৎ নর থেকে নারায়ণ হতে যাচ্ছো। এটাই প্রকৃত সত্য, নর থেকে নারায়ণ হবার ব্রতকথা। তবুও সত্য-নারায়ণ কথাকে কেন যে ধর্মীয় কাহিনী হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয় ? যেহেতু অনেকদিন পূর্বে, প্রায় ৫-হাজার বর্ষ পূর্বে এই জ্ঞানের

পাঠ নিয়েছিলে তোমরা। তাই অতীতের বাস্তব ঘটনাকেই লোকেরা কাহিনীর রূপ দিয়ে দিয়েছে। এই জ্ঞানটাই তো প্রকৃত শিক্ষা যার দ্বারা সাধারণ থেকে লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়া যায়।

নতুন দুনিয়া রচিত হয় দেবতাদের উদ্দেশ্যে আর পুরোনো দুনিয়া সাধারণ মানুষদের জন্য। দেবতাদের মধ্যে যে দৈবী-গুণ থাকে, সাধারণ মানুষদের তা থাকে না। তাই তো মানুষেরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে গুণ-কীর্তন করে এই বলে যে- "তোমরা সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬-কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী।" আর নিজেদের উদ্দেশ্যে বলে- "আমরা পাপী, নীচ, বিকারী।" কিন্তু দেবতাদের উপস্থিতির সময়কাল কখন ? -লোকেরা তখন অবশ্যই জবাব দেবে- "তা তো সত্যযুগে।" কলিযুগের কথা কখনই বলবে না কেউ। আজকাল মনুষ্যরা তমোবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ায়, বাবার (শ্রী) উপাধিকেও তারা নিজেরা নিজেদের উপাধি বলে চালায়। কিন্তু, বাস্তবে তো আত্মাদের শ্রেষ্ট বানাবার কারিগর এক ও একমাত্র শ্রী শ্রী বাবা। যদিও দেবতাদের মহিমা সম্পূর্ণ পৃথক।

বর্তমান সময়কালটা হলো কলিযুগ। সন্নাস্যী অর্থে বাবা জানাচ্ছেন - এক প্রকার সন্ন্যাসী হলো এই দুনিয়ার অর্থাৎ হদের, অন্য প্রকার হলো এই জাগতিক দুনিয়ার বাইরে অসীম-বেহদের। জাগতিক দুনিয়ার সন্ন্যাসীরা তো বলেই থাকে যে, তারা ঘর-দুয়ার, পরিবার-পরিজন ইত্যাদি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখো, এখন সেইসব সন্ন্যাসীরাই লাখপতি সম্পত্তির অধিকারী হয়ে বসে আছে। সন্ন্যাসের অর্থ হলো- সুখ-ভোগকে ত্যাগ করা। আর তোমরা বি.কে. বাচ্চারা হলে বেহদের সন্ন্যাসী, যেহেতু তোমরা জান যে, এই পুরোনো দুনিয়া এখন শেষ হবার মুখে। এখানকার যা কিছু সবই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে- যার কারণে এসব থেকে বৈরাগ্য। জাগতিক সন্ন্যাসীরা পরিবার, ঘর-দুয়ার ছেড়ে চলে গিয়েও আবার শহরে ফিরে আসে। তারা আর পাহাড়ের গুহা ইত্যাদিতে থাকে না। এখন তারা কুটীর নির্মাণ করে, যদিও তাতেও তো তারা অনেক খরচ করে। বাস্তবে কুটীর তৈরী করলে তো তেমন খরচ হবার কথা নয়, আসলে তারা বড়-বড় মহল বানিয়ে সেখানেই বসবাস করে। যেহেতু আজকাল সবাই তমোপ্রধান হয়ে পড়েছে যে। তার উপরে এটা এখম কলিযুগ। সত্যযুগী দেবতাদের তেমন কোনও চিত্রকলা ইত্যাদি না থাকাতে প্রকৃত সত্যযুগের ধ্যান-ধারণাও গুপ্ত হয়ে গেছে। তাই তোমাদের এখন তা জানানো হচ্ছে, কিভাবে মনুষ্য থেকে দেবতায় পরিবর্তিত হওয়া যায়। কল্পের অর্দ্ধ-কল্প তো ভক্তি-মার্গের গাল-গপ্পো। যা শুনতে শুনতে উতরতী কলায় সবারই কেবল অধোগতিই হতে থাকে। প্রতি ৫-হাজার বর্ষ বাদে বাদে এই অবিনাশী ড্রামা হুবহু একই পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। তাই বাবা বি.কে.বাচ্চাদের তা বুঝিয়েও বলেন, কোনও ভক্তকেই এমন কিছু বলার প্রয়োজন নেই যে, এই ভক্তি-মার্গ তুমি এখন ছেড়ে দাও। তার মধ্যে জ্ঞানের প্রবেশ ঘটলে, আপনা থেকেই তার সেই ভক্তি ছেড়ে যাবে। তারা নিজেরাই তখন বুঝতে পারবে, প্রকৃত অর্থে তাদের পরিচয়- তারা আত্মা মাত্র। অতএব বেহদের বাবা পরমাত্মার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা অবশ্যই পেতে চাইবে তারাও। অতএব সর্বাগ্রে সেই বেহদের বাবা পরমাত্মার পরিচয় জানাতে হবে তাদেরকে। আর তা জানতে পারলে, তারপরেই তাদের এই হদের বাবার প্রতি মোহ দূর হয়ে যাবে। গৃহস্থ ব্যাবহারে থেকেই তখন তাদের বুদ্ধির যোগ পরমাত্মার সাথেই লেগে থাকবে। বাবা স্বয়ং যেখানে বলছেন -শরীর নির্বাহের কারণে যে যার কর্ম-কর্তব্য করার সাথে সাথেই বুদ্ধির যোগ এক ও একমাত্র বাবাকেই স্মরণে রাখতে হবে। কোনও দেহধারীই যেন স্মরণে না আসে।

প্রচলিত তীর্থ-যাত্রা তো জাগতিক যাত্রা। কিন্তু তোমাদের বি.কে.-দের যোগ-যাত্রা হলো রুহানী-যাত্রা। যার জন্য কোনও প্রকার ধাক্কা বা হোঁচট খাবার ভয় নেই। আর ভক্তি-মার্গ তো হলো রাত। তাই তাতে কেবল ধাক্কা আর হোঁচট। কিন্তু এই জ্ঞান-মার্গে ধাক্কার কোনও প্রশ্নই নেই। এমনকি পরমাত্মাকে স্মরণ করার জন্য নির্জনে কোথাও বসে তাকে স্মরণ করতে হবে, এমনটাও নয়। ভক্তি-মার্গে যেমন কৃষ্ণ ভক্তরা চলতে ফিরতে কৃষ্ণকে স্মরণ করে, তেমনি তোমরাও তো পরমাত্মাকে স্মরণ করতে পার - তাই না ? যেহেতু অন্তরের মণি-কোঠায় এমন বাবার স্থান যে পাকা হয়ে থাকে বাচ্চাদের। একবার যা উপলব্ধি হয়ে যায় তা তো স্বাভাবিক ভাবেই স্মরণে থেকেই যায়। তবুও কি তোমরা ঘরে বসেই শিববাবাকে স্মরণ করতে পারবে না ? যা একেবারেই নতুন ধরণের কথা। কৃষ্ণকে স্মরণ করা, সে তো অনেক পুরোনো পদ্ধতি। আসলে, শিববাবাকে কেউ জানে না সেভাবে - ওনার নাম বা রূপ কি প্রকারের অথবা সর্বব্যাপী কথার প্রকৃত অর্থটাই বা কি ? কারও তা জানা থাকলে অন্ততঃ তা জানাও আমাদের। বাচ্চারা, তোমরা তো জানতে পেরেছ, প্রকৃত অর্থে তোমরা আত্মা, তোমাদের প্রকৃত পিতা নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। আত্মাকে কোনও ভাবেই পরমাত্মা আখ্যা দেওয়া যায় না। ইংরাজীতে আত্মাকে সোল বা প্রাণ বলা হয়। এমন একজন মানুষও নেই যে সে তার পারলৌকিক বাবাকে জানে। অথচ, সেই বাবাই যে জ্ঞানের সাগর। একমাত্র ওনার কাছেই সেই জ্ঞান থাকে, যে জ্ঞানের দ্বারা মনুষ্যকেও দেবতায় পরিণত করা যায়। বাবা জানাচ্ছেন - প্রত্যহই তিনি নানা অপ্রকাশিত গভীর রহস্যের কথা জানান তার বাচ্চাদেরকে। কিন্তু মুখ্য কথা হলো বাবাকে স্মরণ করা। তবুও সেই স্মরণ করাটাকেই মানুষ ভুলে যায় বারে বারে। তাই তো বাবা রোজই জানায়, বাচ্চারা নিজেদেরকে আত্মা মনে রেখে এইভাবে বাবা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে থাকো : আমি আত্মা, বিন্দু-স্বরূপ। যেমন বলা হয়ে থাকে, দুই ভ্রুকুটির মধ্যিখানে চকচকে এক আশ্চর্য ক্ষুদ্র একটি তারা। আত্মা শরীর ছেড়ে বেড়িয়ে গেলে, এই চর্মচোখে তাকে দেখা যায় না। শুধু বলা যায় আত্মা এক শরীর থেকে বেড়িয়ে অন্য এক শরীরে গিয়ে প্রবেশ করল। বাচ্চারা, তোমরা তা জেনেছো, আমাদের আত্মারা বার বার পুনঃজন্ম নিতে নিতে এখন তা কেমন অপবিত্র হয়ে গেছে। শুরুতে তোমাদের এইসব আত্মারাই কত পবিত্র ছিল। তখন তোমাদের গৃহস্থ-ধর্মও তেমনই পবিত্র ছিল। আর এখন তো তোমাদের শরীর এবং আত্মা উভয়ই অপবিত্র হয়ে আছে। যখন উভয়ই পবিত্র পবিত্র ছিল, তখন তারা পূজ্য ছিল, এখন তারাই দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলে- দেবতারা কত পবিত্র ছিলো যেখানে এখনকার লোকেরা কত অপবিত্র। সত্য-যুগের দেবতারা শরীর ও আত্মা উভয় দিকেই পবিত্র আর এই দুনিয়ায় উভয় দিকই অপবিত্র। তবে তা কি দাঁড়াল ? - সত্য-যুগের দেবতারা শুরুতে পবিত্রই ছিল, যা পরে অপবিত্রে পরিণত হলো নাকি শুরুর জন্ম থেকেই তারা অপবিত্র ছিল ? বাবা বসে সেকথাই বোঝাচ্ছেন বাচ্চাদেরকে। বাচ্চারা, শুরুতে তোমরা আত্মারা এতই পবিত্র ছিলে যে পূজ্য ছিলে। তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে কালচক্রে ধীরে ধীরে অপবিত্র হতে হতে পূজ্য থেকে পূজারী অবস্থায় এলে। এসব ওর্য়াল্ড হিস্ট্রী ও জিয়োগ্রাফী তোমরা বাচ্চারা বেশ ভালই জানো। তোমরা তো এও জানো, কে কখন কোন সময়কালে কেমন ভাবে রাজত্ব করেছিলেন এবং সেই রাজ্য-ভাগ্য কিভাবেই বা তারা পেয়েছিলেন। এসবের ইতিহাস একমাত্র তোমরা বাচ্চারাই জানো, যা অন্যেরা তা জানেই না। এই তোমরাও আগে অবশ্য তা জানতে না, যা এখন জানতে পেরেছো। যেহেতু আগে তোমরাও জড় পাথরের মতন নির্বোধ ছিলে। রচয়িতা আর তার রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কোনও জ্ঞানই ছিল না। যেহেতু তখন নাস্তিক ছিলে। কিন্তু এখন আস্তিক হওয়াতে তোমরা তা জেনে কতই না খুশীতে আছো।

বাচ্চারা, তোমরা এখানে এসেছো দৈব-গুণধারী দেবতা হবার জন্য। তাই এখন তোমাদেরকে খুবই মিষ্ট স্বভাবের হতে হবে যে। যেহেতু তোমরা সবাই একই বাবার সন্তান তাই তোমাদের নিজেদের মধ্যে একমাত্র ভাই-বোনের সম্পর্ক। অতএব একের প্রতি অন্যের কোনও প্রকারের কু-দৃষ্টি হওয়া উচিত নয় মোটেই। তোমাদের এই সময়েই তার কঠোর প্রচেষ্টা বা পুরুষার্থ করতে হয়। মানুষের দৃষ্টি-ইন্দ্রিয় 'চোখ'-ই সব চাইতে বেশী অপরাধ প্রবণ। শেষের অর্দ্ধ-কল্প থেকে তা অপরাধ প্রবণ অসভ্য হতে থাকে, আর প্রথম অর্দ্ধ-কল্প থাকে সভ্য ও উন্নত। যেমন সত্যযুগের দেবতাদের চোখের দৃষ্টি থাকে সৌম্য-শিষ্ঠ ভাব। কিন্তু এখনকার লোকেদের দৃষ্টি লক্ষ্য করে দেখ, তাদের দৃষ্টিতেই কেমন যেন কু-ভাব। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে বসিয়ে তোমরা জন্মান্ধ সুরদাসের কাহিনীও শোনাতে পারো। বাবা জানাচ্ছেন, তাই তো ওনাকে আসতেই হয়, কারও (ব্রহ্মা) পতিত শরীরে এই পতিত দুনিয়াতেই। যারা পতিত অবস্থায় আছে তাদেরকে পবিত্র বানাবার জন্য।

বাচ্চারা, তোমরা তো জেনেছো, কৃষ্ণ আর রাধা দুজনে ছিলেন পৃথক পৃথক রাজত্বের। তারা যার যার নিজের রাজ্যের রাজকুমার ও রাজকুমারী ছিল। তাদের স্বয়ংবরের পর তারাই লক্ষ্মী-নারায়ণ হিসাবে পরিচিত হন - যাদের রাজত্বের এত গুণ-কীর্তন। 'সংবৎ'-এর সূচনাও সেই সময় থেকেই শুরু হয়। অজ্ঞানী লোকেরা তো বলে থাকে সত্যযুগের আয়ু লাখ-লাখ বছর। কিন্তু বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন, সত্যযুগের আয়ু ১২৫০ বছর। এবার দেখ, হিসেবে কত রাত-দিনের তফাৎ। কল্পের শুরুর অর্দ্ধ-কল্প ব্রহ্মার দিন, যেই সময়কালে জ্ঞানের দ্বারা হয় সুখের প্রাপ্তি আর শেষের অর্দ্ধ-কল্প ব্রহ্মার রাত, অর্থাৎ ভক্তির যুগ যা দুঃখের সময়। বাবা স্বয়ং বাচ্চাদেরকে সামনে বসিয়ে এসব বোঝাতে থাকেন। এর সাথে তিনি আরও বলেন- ওহে আমার মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা নিজেদেরকে কেবলমাত্র আত্মা-স্বরূপ, কেবলমাত্র এমনই ভাবতে থাকো। যেহেতু এটাই তোমাদের স্বধর্ম। অতএব এতেই অবস্থান করো আর বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। একমাত্র উনিই যে পতিত-পাবন। তাই ওনাকে স্মরণ করতে করতেই তোমরাও পবিত্র হয়ে যাবে। তোমার অন্তিম ভাবনাই তোমার ভবিষ্য দিশা নির্ধারক। এই বাবা স্বয়ং স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। তাই তিনি বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন- তোমরা বি.কে.বাচ্চারাই সেই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক ছিলে। কিন্তু এখন যেহেতু তোমাদের এমন পতিত অবস্থা, তাই সেখানে যাবার উপযুক্ত নয়। অগএব পবিত্র হয়ে উপযুক্ত তো হতেই হবে তোমাদেরকেই। বাবা তো কল্পে মাত্র একবারই আসেন। ঈশ্বর কেবল এই একজনই, আবার দুনিয়াও তো একটাই। অথচ মনুষ্য মত অনেক। কত ধরণের কথা-বার্তা। যত মত - তত পথ - তত ধরণের গল্প কাহিনী। কিন্তু সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে তো কেবলমাত্র একটাই মত - অদ্বৈত মত। চিত্রে দেখ, তারপর কল্প-বৃক্ষের বিস্তারের সাথে সাথে মতের বিভেদ মত-মতান্তর আসতে থাকে। এখন তো সেই বৃক্ষের আরও কত বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু, সত্যযুগে তো একটাই রাজ্য থাকে - স্বর্গ-রাজ্য। যেখানে কেবলমাত্র একটাই মত। এখন অবশ্য তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারছো, একদা তোমরাই সেই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক ছিলে। এই ভারতবর্ষই তখন সর্ব ক্ষেত্রেই সর্ব-উন্নত ছিল। সেখানে অকালে কারও কখনও মৃত্যু হয় না। কিন্তু দেখ, এখানে এখন তো তোমার সামনে বসেই কারও মৃত্যু হতে পারে। চর্তুদিকেই চলছে এমনই মৃত্যুর মিছিল। সেখানে তোমাদের গড়-আয়ুও অনেক বেশী। তাই এখন তোমরা ঈশ্বরের সাথে যোগযুক্ত হয়ে এই মনুষ্য জন্ম থেকে দেবতায় পরিবর্তিত হতে যাচ্ছো। তোমরা বি.কে.বাচ্চারা হলে যোগেশ্বর-যোগেশ্বরী, যা আগামীতে হতে যাচ্ছো রাজ-রাজেশ্বরী, আর বর্তমানে যা আছো জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী। তবে কিভাবে তোমরা সেই রাজ-রাজেশ্বরী হবে ? -তা তো জানিয়েই দিলেন স্বয়ং ঈশ্বর। তোমরা এও জেনেছো তাদেরকেও (লক্ষ্মী-নারায়ণকে) সেই রাজযোগ

কে শিখিয়েছিলেন। -স্বয়ং ঈশ্বর। তাদের সেই রাজত্ব চলে পরম্পরায় ২১ পুরুষ ধরে। সেখানে মাত্র এক জন্মের দান-পূণ্যেই রাজা হতে পারে। তারপর তার মৃত্যু হলেই সব শেষ। এখানে অকাল-মৃত্যু তো যে কারওরই হতে পারে। সত্যযুগে কিন্তু এমন নিয়ম নেই। তাই সেখানে এমন কথাও কেউ বলে না, কাল তাকে গ্রাস করে নিল। সেই আত্মারা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। অনেকটা যেন সাপের খোলস পাল্টাবার মতন অবস্থা। সেখানে কেবলই খুশী আর খুশী। দুঃখের নাম-গন্ধও পর্যন্ত নেই। বাচ্চারা তোমরা সেই সুখধামের মালিক হবার জন্যই এখন এই পুরুষার্থ করে চলেছো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ সুমন স্মরণে ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বর্তমানের এই পুরানো দুনিয়ায় থেকেই অসীম বেহদের সন্ন্যাস নিতে হবে। শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম-কর্তব্য করার সাথে সাথে ঈশ্বরীয় স্মরণের-যাত্রাতেও থাকতে হবে।

২) পুরুষার্থের দ্বারা চোখের দৃষ্টিকে সভ্য-ভব্য বানাতে হবে অবশ্যই। বুদ্ধিতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে স্থির রেখে নিজেকে খুব মিষ্ট স্বভাবের বানাতে হবে।

বরদান :- শুভ সংকল্পের যন্ত্র দ্বারা মৌনতার শক্তি প্রয়োগ করতে পারা আত্মা হয়ে সিদ্ধি স্বরূপ হও

বিস্তার :- মৌনতা শক্তির বিশেষ যন্ত্র "শুভ-সংকল্প"। এই সংকল্প শক্তির যন্ত্র দ্বারা, যা চাইবে সেটাই সিদ্ধি স্বরূপ নজরে আসবে। এর প্রয়োগ সর্বাগ্রে নিজের উপর করো। শরীরের রোগের উপর প্রয়োগ করে দেখ, তাতে শান্তির শক্তি দ্বারা কর্মবন্ধন রূপে, মিষ্টি সম্বন্ধে বদলে যাবে। কর্মভোগ হলো কর্মের কঠিন বন্ধন, মৌনতার শক্তির ফলে তাও এমন হয়ে যায়না , যেন জলের উপর দাগ কাটার মতন অনুভব হবে। অতএব শরীরের উপর, মনের উপর, সংস্কারের উপর মৌনতা শক্তির প্রয়োগ করো আর নিজে সিদ্ধি স্বরূপ হও।

স্লোগান :- কুল-দীপক হয়ে নিজ-স্মৃতির জ্যোতি দ্বারা ব্রাহ্মণ-কুলের নাম উজ্জ্বল করো।